প্রার্থনা কি কোন কাজে আসে?

ফরিদ আহমেদ

অনেকেরই স্বৈরাচারী এরশাদের সময়কার একটা বিশেষ ঘটনার কথা মনে থাকার কথা। সন তারিখ অবশ্য খুব ভাল করে মনে নেই আমার। তবে এইটুকু মনে আছে যে, বাংলাদেশে তখন বৈশাখ বা জৈষ্ঠ্যের ভয়াবহ দাবদাহ। খরায় পুড়ছে সারাদেশ। বৃষ্টির নাম নিশানাও নেই অনেকদিন ধরে। আল্লাহ প্রেমিক এরশাদ বেশ ঘটা করে একদিন ঢাক ঢোল পিটিয়ে জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে ইসতিশকা নামাজ (বৃষ্টির জন্যে এই নামাজ পড়া হয়) পড়ার ঘোষনা দিল। নির্দিষ্ট দিনে সকালের দিকে অসংখ্য মানুষের উপস্থিতিতে সেই নামাজ পড়াও হলো। আর কি আশ্চর্য! দুপুর গড়াতে না গড়াতেই কাল বৈশাখীর ঝড় হয়ে বৃষ্টি ঝাপিয়ে পড়লো ঢাকাসহ মোটামুটি প্রায় সারা দেশে। এরশাদ যে আল্লাহর খুব পেয়ারের বান্দা এবং খোদা যে মুমিন মুসলমানের ডাকে সাড়া দেন সে ব্যাপারে মানুষের আর কোন সন্দেহই রইলো না। দুর্মুখেরা অবশ্য বলে থাকেন যে আবহাওয়া অফিস থেকে ওইদিন বিকালে বৃষ্টি হওয়ার সমুহ সম্ভাবনার পুর্বাভাস পেয়েই এরশাদ জনগণকে ইসতিশকার নামাজ পড়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। অনেকে হয়তো ভাবছেন বাংলাদেশের মত অশিক্ষিত এবং ধর্মভীরু মানুষের দেশে এটাইতো স্বাভাবিক। তাদের জন্য বলছি, এ ধরনের অন্ধবিশ্বাস শুধুমাত্র যে আমাদের মতো পশ্চাদপদ দেশেই রয়েছে তা কিন্তু নয়। এই সেদিন পোলিশ পার্লামেন্টে যখন সরকারী দলের পক্ষ থেকে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করার প্রস্তাব করা হয় তখনও পার্লামেন্টে বেশ হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, সত্যি সত্যিই বিশ জনেরও বেশী এমপি সংসদীয় চ্যাপেলে ঈশ্বরের কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেছিল। যারা এই ঘটনাকে কৌতুক হিসাবে নিয়ে বেশ মজা পাচ্ছেন তাদের জন্য তথ্য হচ্ছে পোলান্ড ক্যাথলিক দেশ এবং প্রয়াত পোপ দ্বিতীয় জন পল ক্যাথলিকদেরকে আহ্বান জানিয়েছিলেন 'তৃষ্ণার্ত ধরিত্রীকে বৃষ্টির সুশীতল পরশ দেওয়ার জন্য সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নিকট আকুল অনুরোধ করতে।'

স্বাস্থ্য, নিশ্চয়তা, নিরাপত্তা, ভাল রেজাল্ট, চাকুরীর প্রমোশন, বিত্ত বা আরো বৃহৎ কোন লক্ষ্য যেমন বিশ্ব শান্তি ও মানব জাতির দুর্দশার অবসান ইত্যাদি হাজারো নানান বিষয়ে প্রতিদিন মানুষ সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করে থাকে। প্রার্থনা যে সবসময় ভাল কিছুর জন্যই করা হবে তা কিন্তু নয়। খারাপ উদ্দেশ্যেও প্রার্থনা করা হতে পারে, চলতি ভাষায় আমরা যাকে বলি 'বদ্ দোয়া'। কেউ কেউ দেখা যায় চুরি চোট্টামি, ডাকাতি, প্রতারনা, ধান্ধাবাজি বা ভয়ংকর প্রতিশোধের জন্যও 'ঈশ্বরের' হস্তক্ষেপ কামনা করে থাকে।

প্রার্থনা কি কাজ করে?

প্রশ্ন হচ্ছে এই সমস্ত অসংখ্য প্রার্থনা কি আদৌ কোন কাজে আসে বা কাজ করে? প্রার্থনা কি কোন ফলাফলে প্রভাব রাখতে পারে? কোন লোকের যখন কোন অসুখ হয়ে থাকে তখন তার পরিবারের লোকজন তার সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করতে পারে। এটাই স্বাভাবিক। রোগী সুস্থ হয়ে উঠলে পরিবারের লোকজন ভাবতে পারে যে প্রার্থনার কারণেই এই তার সুস্থতা। যদি কোন মহিলা অন্তঃসত্ত্বা হয়, সেক্ষেত্রে সে এবং তার স্বামী স্বাস্থ্যবান সন্তানের জন্য প্রার্থনা করতে পারে। এবং সত্যিই যদি স্বাস্থ্বান সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তখন ওই যুগল বিশ্বাস করতে পারে যে তাদের প্রার্থনার কারণেই এটা ঘটেছে। কোন এলাকার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া হারিকেন কারণে কোন বাড়ীর অধিবাসীরা তাদের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করতে পারে। যদি ওই বাড়ী কোন কারণে হারিকেনে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তাহলে বাড়ীর বাসিন্দারা অনুমান করে নিতে পারে যে প্রার্থনাই তাদেরকে রক্ষা করেছে।

ঈহুদি, ক্রিশ্চিয়ান এবং মুসলিমদের সৃষ্টিকর্তার একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এই সৃষ্টিকর্তা তার ভক্তদের আকুল আবেদনে সাড়া দিয়ে মাঝে মাঝেই প্রাকৃতিক ঘটনা প্রবাহকে পরিবর্তন করে দেন। অবশ্য প্রতিদিন মিলিয়ন মিলিয়ন প্রার্থনা তার দরবারে জমা হয়ে অদ্যাবধি বিলিয়ন বিলিয়ন প্রার্থনার পাহাড় সৃষ্টি হলেও তেমন কোন যাচাইযোগ্য ইতিবাচক প্রমাণ পাওয়া যায়নি যা থেকে দাবী করা যেতে পারে যে সৃষ্টিকর্তা প্রার্থনায় কর্নপাত করে থাকেন।

প্রার্থনা বর্তমানে সারাবিশ্বে এক নয়া 'কুটির শিল্পে' পরিনত হয়েছে। প্রার্থনার ফলে রোগ নিরাময় হয় এই ভ্রান্ত ধারণার উপর অসংখ্য তথাকথিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল ছাপা হচ্ছে নামী দামী সব জার্নালে। গত পাঁচ-সাত বছরের মধ্যেই নিউ ইয়র্ক টাইমস প্রার্থনার ফলে অনেক জটিল রোগের রোগীদের নিরাময় হয়েছে এই বিষয়ের উপর কমপক্ষে আধ ডজন বইকে বেস্ট-সেলারের মর্যাদায় ভূষিত করেছে। নিউজ উইকের মত আরো অনেক ম্যাগাজিনের কভার স্টোরিও হয়েছে এই বিষয়কে নিয়ে। ডেটলাইন এনবিসি-র মত টেলিভিশনের কোন কোন প্রোগ্রামের পুরোটাই প্রার্থনাকে কেন্দ্র করে হয়েছে। বিশেষ করে চিকিৎসক ল্যারি ডোসি (Larry Dossey) তার Prayer is Good Medicine: How to Reap the Healing Benefits of Prayer এবং Healing Words: The Power of Prayer and Practice of Medicine এ প্রার্থনা যে রোগ নিরাময়ে দারুনভাবে কাজ করে তার 'বৈজ্ঞানিক প্রমাণ' আছে এই ধারণাকে বিশেষভাবে জনপ্রিয় করে তোলেন।

প্রার্থনার ফলে রোগ-নিরাময় হয় এমনতর দাবীর স্বপক্ষে যতই বৈজ্ঞানিক প্রমানের সাফাই গাওয়া হোক না কেন সেগুলো যে সব বুজরুকি সে বিষয়ে তেমন কোন সন্দেহ নাই। বুজরুকি যে নয় সেটা প্রমাণ করতে হলে প্রার্থনার প্রভাব সাথে সাথেই পরিমাপযোগ্য হওয়া উচিত। বিশেষ করে যেখানে প্রার্থনা করা হয় নির্দিষ্ট কোন বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে- যেমন রোগ থেকে আরোগ্য লাভ। অনেক জনপ্রিয় গ্রন্থ এবং প্রবন্ধে দাবী করা হয়েছে যে, প্রার্থনার ইতিবাচক নিরাময় মূল্য রয়েছে এবং তা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমানিত।

প্রার্থনা থেকে রোগীরা কিছু মনস্তাত্বিক সুবিধা পেয়ে থাকে সে বিষয়টাকে হয়তো একেবারে অস্বীকার করা যাবে না। প্রার্থনার কারণে রোগীদের মধ্যে কিছুটা নিরুদ্বেগ ও স্বস্তিতে থাকা বা তাদের ব্লাড প্রেশার কমে যাওয়ার ঘটনা মাঝে মাঝে হয়তো দেখা যায়। যদিও এই সমস্ত এফেক্টগুলো খুবই তুচ্ছ এবং ধর্মীয় বা স্পিরিচুয়াল বিষয় থেকে আসে না এমন অন্যান্য প্রশমন ও স্বস্তিগুলোর খুব একটা পার্থক্যযোগ্যও নয়। প্রকৃতপক্ষে, আমরা দেখবো যে, কিছু ডাটা বরং এই ধারণাকেই পোক্ত করে যে, ওই ধরনের অহেতুক প্রার্থনা বরং রোগীদের জন্য ক্ষতিকর এবং খুব সম্ভবত তাদের উদ্বেগ বাড়িয়ে তোলে (STEP প্রজেক্ট দ্রষ্টব্য) । যে কোন ক্ষেত্রেই, প্রার্থনার স্বপক্ষে অসাধারণ প্রমাণকে বিবেচনায় নিতে গেলে গবেষণা কার্যকে হতে হবে অতি অবশ্যই 'নিরপেক্ষ' এবং 'অন্ধ', যেখানে রোগী বা গবেষক কেউই জানবে না কার জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে।

প্রার্থনা খুব সম্ভবত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্রও নয়। প্রথমতঃ বিজ্ঞান ভাববাদী নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুব কঠোরভাবেই বস্তুবাদী। অথচ প্রার্থনার ব্যাপার-স্যাপারগুলো বস্তুবাদী নয়, বরং অনেক বেশী আধ্যাত্মিক। দ্বিতীয়তঃ প্রার্থনাকে নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত দুরুহ। কিভাবে কাউকে প্রার্থনা করা থেকে বিরত রাখা যাবে বা কিভাবে নিশ্চিতভাবে জানা যাবে যে, রোগীর জন্য পৃথিবীর কোন প্রান্ত থেকে কেউ প্রার্থনা করছে না। যে কোন পর্যবেক্ষনযোগ্য বিষয়ই বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষাযোগ্য। প্রার্থনার পর্যবেক্ষনযোগ্য ফলাফল রয়েছে বলে ব্যাপকভাবে দাবী করা হয়। কাজেই প্রার্থনার ফলাফলকেও বৈজ্ঞানিক উপায়ে যথার্থতা যাচাই করা সম্ভব হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে সেটা সম্ভব নয়।

বার্ডের পরীক্ষা

প্রার্থনার স্বপক্ষে খুব সম্ভবত সবচেয়ে বেশি যে পরীক্ষাটি উল্লেখ্য করা হয় তা সম্পন্ন করেছিলেন কার্ডিওলজিষ্ট র‍্যান্ডলফ বার্ড (Randolph Byrd) স্যান ফ্রান্সিসকো জেনারেল মেডিক্যাল সেন্টারে। তার এক্সপেরিমেন্টে তিনি দাবী করেছিলেন যে, করোনারি পেশেন্টরা অজ্ঞাত এবং দূরবর্তী প্রার্থনা থেকে উপকৃত হয়েছে। অগাষ্ট ১৯৮২ থেকে জুলাই ১৯৮৩ এর মধ্যে তিনি ৩৯৩ জন রোগীর উপর তার গবেষণা কার্যক্রম চালান। তিনি এই গ্রুপকে দুইভাগে ভাগ করেন। ১৯২ জনকে প্রার্থনা করা হয়েছে গ্রুপে এবং ২০১ জনকে প্রার্থনা করা হয়নি এমন গ্রুপে রাখা হয়। তিনি উল্লেখ করেন যে, যে সমস্ত রোগীদের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে তাদের মধ্যে পালমোনারি এডেমা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা পাঁচ গুন কম।

প্রার্থনা সংক্রান্ত এই ধরনের তথাকথিত নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে যে, প্রার্থনা নিয়ে এই ধরনের নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা আদৌ সম্ভব নয়। মানুষকে প্রার্থনা পেয়েছে আর প্রার্থনা পায়নি এই ধরনের ভিন্ন দলে কখনো ভাগ করা যায় না। এর মূল কারণ হচ্ছে যে, আসলে কোনভাবেই জানা সম্ভব নয় যে কোন একজন ব্যক্তি কারো প্রার্থনা পায়নি। বার্ড যাদেরকে প্রার্থনা না পাওয়ার দলে ফেলে রেখেছেন তাদের মধ্যে কারো কারো জন্যে যে, তার দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয়রা প্রার্থনা করেনি তারই বা নিশ্চয়তা কি? বার্ড নিজেও অবশ্য এই সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন এবং স্বীকার করেছেন যে, এই গবেষণার জন্য 'বিশুদ্ধ' গ্রুপ পাওয়া যায়নি।

গ্যারি পি. পোজনার (Gary P. Posner) তার *Free Inquiry (1990)* ম্যাগাজিনে প্রকাশিত "God in the CCU?" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, বার্ডের সরবরাহকৃত সংখ্যাতাত্ত্বিক ফলাফলও খুব একটা শক্ত ভিত্তির উপর দাড়িয়ে নেই। উদাহরনস্বরুপ, প্রার্থনা গৃহীত গ্রুপের ১৩ জন রোগী (৭ শতাংশ) মারা যায়। অন্যদিকে নিয়ন্ত্রিত গ্রুপের রোগী মারা যায় ১৭ জন (৮.৫ শতাংশ)। এখানে দেখা যাচ্ছে যে,

দুই গ্রুপের মধ্যে মৃত্যুর হার প্রায় সমান। এমনকি ডোসিও স্বীকার করেছেন যে, বার্ডের পরীক্ষাকৃত দুই গ্রুপের মধ্যে এই পার্থক্য এবং অন্যান্য পার্থক্যসমূহ পরিসংখ্যানগতভাবে অ-তাৎপর্যপূর্ণ।

কলাম্বিয়া 'অতিলৌকিক' গবেষণা

২০০১ সালে *Journal of Reproductive Medicine* এ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল সেন্টার এর প্রকাশিত এক প্রবন্ধে দাবী করা হয় যে, বন্ধ্যা রমণীদের মধ্যে যাদের জন্য ক্রিশচিয়ান প্রার্থনা দলগুলো প্রার্থনা করেছে তাদের গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা যাদের জন্য প্রার্থনা করা হয়নি তাদের চেয়ে তিন গুন বেশি। এই গবেষণার ফলাফল জাতীয় গণমাধ্যম যেন লুফে নিল। এবিসি নিউজ এর মেডিক্যাল এডিটর টিমথি জনসন 'গুড মর্নিং আমেরিকা' নামক প্রভাতকালীন টক শো তে খুবই বিশ্বাসযোগ্যভাবে লাখ লাখ মানুষের কাছে এই 'বিস্ময়কর ফলাফল' জানিয়ে দিলেন। এখানে বলা খুব অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, সেই সময় টিমথি জনসন ওয়েষ্ট পিবডি, ম্যাসাচুসেটস এর এভাঞ্জেলিক্যাল কম্যুনিটি কভেন্যান্ট চার্চ এর মিনিস্টার ছিলেন। কাজেই তিনি যে এই গবেষণার ফলাফলকে নিয়ে উল্লসিত হবেন সেটা বলাই বাহুল্য।

এই গবেষণাটি প্রকৃতপক্ষে কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে পরিচালনা করা হয়নি বরং এটা করা হয়েছিল কোরিয়ার একটি ইনস্টিট্যুট এ। এর পরিচালক কোয়াং চা ছিলেন ওই গবেষণা পত্রের একজন সহ-লেখক। এই গবেষণার জন্য ২১৯ জন মহিলাকে র‍্যান্ডমলি দু'টো গ্রুপে ভাগ করা হয় এবং এর এক গ্রুপের জন্য প্রার্থনা করা হয় এবং অন্য গ্রুপের জন্য করা হয় না। আমেরিকা, ক্যানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ার সংঘবদ্ধ প্রার্থনা গ্রুপগুলো রোগীদের জন্য প্রার্থনা পরিচালনা করে। গবেষকরা সব ডাটা সংগৃহীত হওয়া এবং পরীক্ষার ফলাফল না পাওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের মুখ বন্ধ করে রেখেছিলেন।

এই ফলাফলে দেখানো হয় যে, প্রার্থনা করা হয়েছে যে গ্রুপের জন্য তাদের গর্ভবতী হওয়ার হার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ। অন্য দিকে প্রার্থনা করা হয়নি যে গ্রুপের জন্য তাদের হার মাত্র শতকরা ছাব্বিশ ভাগ।

খুব শীঘ্রই অবশ্য এই গবেষণার ফলাফলের যথার্থতা নিয়ে সন্দেহের ডালপালা গজিয়ে উঠতে থাকে। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার অবস্টেট্রিকস এন্ড গাইনোকলোজীর ক্লিনিক্যাল প্রফেসর ব্রুস ফ্লাম (Bruce Flamm) এই গবেষণার বেশ কিছু ত্রুটি খুঁজে পান এবং একে 'জটপাকানো এবং বিভ্রান্তিকর' হিসাবে আখ্যায়িত করেন। এই গবেষণা যে জটিল এবং বিভ্রান্তিকর ছিল তার জ্বলন্ত উদাহরন হচ্ছে এরকম। প্রার্থনায় অংশ নেওয়া এক গ্রুপ সরাসরি রোগীদের জন্য প্রার্থনা করেছিল। দ্বিতীয় গ্রুপ শুধুমাত্র রোগীদের জন্যই প্রার্থনা করেনি বরং প্রথম প্রার্থনা গ্রুপের প্রার্থনা যাতে কার্যকর হয় সে জন্যও প্রার্থনা করেছিল। আর তৃতীয় গ্রুপের প্রার্থনা ছিল এই যে, 'ঈশ্বরের ইচ্ছা বা আকাংখা যেন পরিপুর্ন হয়'।

এই বিভ্রান্তি অবশ্য তেমন বিশাল কিছু নয় এবং ফলো-আপ গবেষণায় তা হয়তো সংশোধনেরও সুযোগ ছিল। কিন্তু গবেষণায় জড়িতদের বিষয়ে যে সমস্ত তথ্য পরবর্তীতে বেরিয়ে আসে সেগুলোই বরং পুরো পরিস্থিতিকে আরো জটিল এবং বিভ্রান্তিকর করে তোলে।

এই প্রবন্ধের একজন লেখক ড্যানিয়েল পি. উইয়ার্থ (Daniel P. Wirth) ছিলেন একজন আইনজীবি যার কোন মেডিক্যাল ডিগ্রিই নেই। যদিও প্যারা-সাইকোলজীর উপর তার একট ডিগ্রি আছে এবং খুঁজে পেতে প্যারা-সাইকোলজী জার্নালসমূহে প্রার্থনার ফলে আরোগ্য লাভের উপর তার কিছু প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া যায়। টাকা পয়সা সংক্রান্ত প্রতারণার দায়ে একবার জেলও খেটেছেন এই ভদ্রলোক।

গবেষণা প্রবন্ধের মূল লেখক ছিলেন সেই সময়কার কলাম্বিয়া ডিপার্টমেন্ট অব অবস্ট্রেটিকস এন্ড গাইনোকলজীর প্রধান রজারিও লোবো (Rogerio Lobo)। কিন্তু, প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর পরই তিনি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘোষনা করেন যে, এই গবেষণাটি যখন সম্পন্ন করা হয় তখন তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না। এমনকি গবেষণাটি সম্পন্ন হওয়ার বেশ কিছু দিন পর কোয়াং চা কর্তৃক অবহিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি এ বিষয়ে পুরোপুরি অজ্ঞ ছিলেন। এই প্রবন্ধ থেকে লোবো তার নাম প্রত্যাহার করে নেন এবং কোয়াং চা ও কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিদ্যমান সব সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। যদিও এই প্রবন্ধটি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার করে নেয় নি এখন পর্যন্ত। এই নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এটা নিশ্চয়ই কলংক স্বরূপ।

এতো কেলেংকারীর পরেও ফেইথ হিলিং এর নির্লজ্জ প্রবক্তা ল্যারি ডোসিরা অবশ্য এই প্রবন্ধটিকে প্রার্থনার ঈপসিত ফল প্রদানের সক্ষমতার বৈজ্ঞানিক সমর্থক হিসেবে চালিয়ে যাচ্ছেন এখনো।

প্রার্থনা কি অতীতকে পাল্টে দিতে পারে?

২০০১ সালে *British Medical Journal* প্রকাশিত ডঃ লিওনার্ড লেইবোভিসি (Dr. Leonard Leibovici) একটি প্রবন্ধ নিয়ে ডোসি খুবই ইম্প্রেসড ছিলেন। সেই প্রবন্ধে উল্লেখ্য করা হয় যে, রোগীদের জন্য প্রার্থনা করলে তাদের হাসপাতালে থাকার সময় কমে যায় অর্থাৎ দ্রুত আরোগ্য লাভ করে। সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এই গবেষণায় রোগীদের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে তারা হাসপাতাল থেকে চলে যাওয়ার পর। এর মানে এই গোত্রের 'গবেষক'দের দাবী অনুযায়ী, প্রার্থনা অতীতকেও প্রভাবিত করতে পারে।

ডিউক স্টাডি

> ডিউক স্টাডি থেকে জানা গিয়েছে প্রার্থনায় কোন কাজ হয় না।

ডিউক ইউনিভার্সিটির চিকিৎসকদের তিন বছর ধরে পরিচালিত ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে ফলদায়ক প্রার্থনার প্রভাব যাচাইয়ের জন্য আমেরিকার নয়টি হাসপাতালের ৭৪৮ জন রোগীর উপর গবেষণা চালানো হয়। লে এবং মোনাস্টিক ক্রিশ্চিয়ান, সুফি মুসলিম এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুসহ সারা বিশ্বের বারোটি প্রার্থনা গ্রুপ এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। প্রার্থনা ই-মেইলের মাধ্যমে জেরুজালেমেও পাঠানো হয়েছিল। করোনারি আর্টারি ওবস্ট্রাকসনের রুগীদের কম্প্যুটারের মাধ্যমে র‍্যান্ডমলি সিলেক্ট করা হয় এবং বারোটি প্রার্থনা গ্রুপের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গ্রুপগুলো রোগীদের সম্পুর্ন আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করে। এই ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ছিল দ্বৈত অন্ধ (Double blind)। হাসপাতালের স্টাফ বা রোগী কেউই জানতো না কার জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে। *The Lancet* জার্নালে প্রকাশিত ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, দুই গ্রুপের নিরাময়

হওয়া এবং স্বাস্থের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ কোন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ, ডিউক স্টাডি বলছে, প্রার্থনায় কাজ হবার মত কোন প্রমাণ মেলেনি।

এখানে উল্লেখ্য যে, এই পরীক্ষা একদল 'বদ্ধমনা সংশয়বাদী বস্তুবাদী নাস্তিকদের' দ্বারা পরিচালিত হয় নি। বরং ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী একদল চিকিৎসক যারা ব্যক্তিগতভাবে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক মেডিসিনের বিকল্পকে বেশি মূল্যবান মনে করেন তাদের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল।

STEP প্রজেক্ট

> স্টেপ প্রজেক্ট থেকে জানা গিয়েছে প্রার্থনায় তো কোন কাজ হয়ই না, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রার্থনা বরং মানসিক উদ্বেগ বাড়িয়ে তোলে।

সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে চমকপ্রদ গবেষণা পরিচালিত হয়েছিল হার্ভার্ডের প্রফেসর হার্বার্ট বেনসনের (Herbert Benson) নেতৃত্বে। দশ বছরব্যাপী চলা সুবিশাল এই প্রজেক্টের নাম ছিল STEP প্রজেক্ট (Study of the Therapeutic Effects of Intercessory Prayer)। হার্ভার্ড এবং মায়ো ক্লিনিক সহ ছয়টি মেডিক্যাল সেন্টার অংশ নিয়েছিল এই গবেষণায়। গবেষণার ফলাফল ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে *American Heart Journal* এ প্রকাশিত হয়। এই গবেষণায় ১৮০২ জন রোগীর উপর চালানো হয়। রোগীদের করোনারী বাইপাস গ্রাফট সার্জারী (CABG) হওয়ার আগের রাত থেকে শুরু করে পরবর্তী চৌদ্দ দিন ধরে প্রার্থনা করা হয়।

রোগীদেরকে 'র‍্যান্ডমলি' এবং 'ব্লাইন্ডলি' তিন দলে ভাগ করা হয়। ৬০৪ জন রোগী প্রার্থনা গ্রহন করে যাদেরকে আগেই জানানো হয়েছিল যে তাদের জন্য প্রার্থনা করা হতেও পারে, নাও পারে। প্রার্থনা পেতে পারে অথবা নাও পেতে পারে জানানোর পর প্রার্থনা পায়নি এমন রোগীর সংখ্যা ৫৯৭ জন। বাকী ৬০১ জনকে নিশ্চিতভাবেই জানানো হয়েছিল যে তারা প্রার্থনা পেতে যাচ্ছে। কোন চিকিৎসকরাই জানতেন না যে প্রথম দুই দলের মধ্যে কোন রোগীরা প্রার্থনা পেতে যাচ্ছে। দু'টো ক্যাথলিক গ্রুপ এবং একটি প্রোটস্ট্যান্ট গ্রুপ প্রার্থনা পরিচালনা করেছিল। দেখাই যাচ্ছে, গবেষকরা কিছু ভাল চিন্তা-ভাবনা করার জন্য কোন নাস্তিক দলকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। তবে সে কথা আমরা বাদ দেই আপাততঃ।

প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায় যে, প্রার্থনা পাওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চিত দুই গ্রুপের মধ্যে যারা প্রার্থনা পেয়েছে তাদের ক্ষেত্রে শারীরিক অবস্থা খারাপ বা জটিল হয়েছে ৫২ শতাংশের (৩১৫/৬০৪) এবং যারা প্রার্থনা পায়নি তাদের হার শতকরা ৫১ (৩০৪/৫৯৭)। যারা প্রার্থনা পাবে বলে নিশ্চিত ছিল তাদের ক্ষেত্রে এই জটিলতার হার ৫৯ শতাংশ যা তিন গ্রুপের মধ্যেই সর্বাধিক। তিন গ্রুপের জন্যই প্রধান ঘটনাসমূহ এবং তিরিশ দিনের মধ্যে মৃত্যুর হার একই রকমের ছিল।

লেখকেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, CABG থেকে জটিলতামুক্ত নিরাময়ে প্রার্থনার কোন কোন ভূমিকা নেই কিন্তু প্রার্থনা পাওয়া যাবে এই জানাটা রোগীদের কিছু জটিলতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। দ্বিতীয় ধরনের এই প্রভাব গবেষকদের বিস্ময়ের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। তারা একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেন এই বলে, যে সমস্ত রোগী জেনেছে যে তাদের জন্য সংঘবদ্ধ প্রার্থনা করা হচ্ছে তারা খুব সম্ভবত ধরে নিয়েছে যে তারা এতই গুরুতর অসুস্থ যে তাদের জন্য প্রার্থনার প্রয়োজন। ফলে তাদের মধ্যে উদ্বেগের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে; ফলশ্রুতিতে ঘটেছে শারীরিক জটিলতা বৃদ্ধি। ভাগ্যিস গবেষণার এই অপ্রত্যাশিত ফলাফলের পর অবশ্য কেউ বলেনি যে, ঈশ্বর ইচ্ছাকৃতভাবেই গবেষকদের প্রত্যাশাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

এই গবেষণায় ক্যাথলিক যাজক ফাদার ডীন ম্যারেক (Father Dean Marek) সহ অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসীরা জড়িত ছিলেন। ফাদার ডীন ম্যারেক এই গবেষণার মায়ো ক্লিনিক অংশের প্রধান গবেষক ছিলেন। গবেষণার মূল অর্থের জগানদাতা ছিল The John Templeton Foundation, যারা চাচ্ছিল ধর্ম এবং বিজ্ঞানের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে বের করতে। কাজেই ইচ্ছাকৃতভাবে নেতিবাচক ফলাফল তৈরি করার জন্য কোন সংশয়বাদীকে দায়ী করার কোন সুযোগই এখানে নেই।

গভীরতর সমস্যা

বিশ্বাসযোগ্য ডাটার সম্পুর্ন অনুপস্থিতি ছাড়াও প্রার্থনা হাইপোথেসিসের আরো বড় সমস্যা রয়েছে। প্রার্থনা ধারণার ব্যাপক দার্শনিক এবং ধর্মতাত্ত্বিক জটিলতাও রয়েছে।

প্রার্থনা ও অসীমতা

বিশ্বাসীদের কাছে মঞ্জুর হওয়া প্রার্থনা এক ধরনের অলৌকিকতা হিসেবে বিবেচিত হয়। বিখ্যাত আমেরিকান মৌলবাদী ধর্মতাত্ত্বিক চার্লস হজের (Charles Hodge) এর মতে,

"A miracle, therefore, may be defined to be an event, in the external world, brought about by the immediate efficiency, or simple volition, of God."

সমস্যা হচ্ছে যে ওই ধরনের অলৌকিকতা ঘটাতে গেলে ঈশ্বরকে অসীমতার বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হতে হয় এবং আমরা কখনোই জানতে পারবো না যে এই ধরনের কোন অসীম অস্তিত্বর দ্বারা আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে। বৈজ্ঞানিকভাবে এর সত্যতা যাচাই করা কোনভাবেই সম্ভব নয়।

ঈশ্বরের অসীমতার বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে সর্বত্র বিদ্যমান অর্থাৎ মহাবিশ্বের সর্বত্রই ঈশ্বর একই সাথে একই সময়ে বিরাজমান। বলা হয় যে ঈশ্বর চিরন্তন, সর্ব ক্ষমতার অধিকারী এবং সর্ব-জ্ঞানী। তা সত্ত্বেও সসীম মানুষেরা কখনোই জানতে পারবে না যে এই ধরনের অসীম অস্তিত্বের অস্তিত্ব সম্পর্কে। মহাবিশ্বে সর্বত্র একই সময়ে বিদ্যমান কোন অস্তিত্বের উপস্থিতি জানতে হলে আমাদেরকেও মহাবিশ্বের সর্বত্র একই সময়ে বিদ্যমান থাকতে হবে। চিরন্তন কোন অস্তিত্বকে জানতে হলে আমাদেরকেও চিরন্তন হতে হবে। তথাকথিত কোন অনন্ত অসীম ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত কোন অহি দিয়ে এই সমস্যাকে উতরানো যাবে না।

কোন বিশেষ অস্তিত্বের কারণে ঘটমান কোন ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করার জন্য আমাদেরকে প্রথমেই জানতে হবে আদৌ সেই অস্তিত্বের অস্তিত্ব আছে কিনা। ধরা যাক, কেউ এ ধরনের উদ্ভট কথা বলল যে, 'আমি জানি যে আমার প্রার্থনা অদৃশ্য মঙ্গলবাসীদের দ্বারা মঞ্জুর হয়েছে, কিন্তু আমি জানি না সত্যি তাদের অস্তিত্ব রয়েছে কিনা।' এই উক্তির যৌক্তিকতা পুরোপুরি উদ্ভট এই কারণে যে এটা এমন একটা অস্তিত্বের কর্মকান্ডকে বর্ণনা করছে যার কোন অস্তিত্ব আছে বলেই জানা নেই।

একইভাবে, অসীম অস্তিত্ব কর্তৃক সংঘটিত যে কোন ঘটনা (মঞ্জুরকৃত প্রার্থনা বা যে কোন অসাধারণ অলৌকিক ঘটনা) জানার জন্যে আমাদের প্রথমেই জানা দরকার সেই অসীম অস্তিতেব্র অস্তিত্ব রয়েছে কিনা। যেহেতু আমরা কখনোই জানতে পারবো না যে অসীম কোন অস্তিত্ব যেমন ঈশ্বর, ভগবান বা আল্লাহর অস্তিত্ব রয়েছে। কাজেই, আমরা কখনোই জানতে পারবো না যে, যে সমস্ত ঘটনাসমূহ আমরা প্রত্যক্ষ করছি সেগুলো সেই অস্তিত্বে কারণেই ঘটছে। মোদ্দা কথা হচ্ছে, অসীম ঈশ্বর যে প্রার্থনার জবাব দেন তা বৈজ্ঞানিকভাবে জানা যৌক্তিকভাবেই অসম্ভব।

অর্থহীন প্রার্থনা

যদি সত্যিই কোন সর্বজ্ঞ, অসীম দয়াময় এবং সর্ব-ক্ষমতাময় কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকে সেক্ষেত্রে প্রার্থনা পুরোপুরি অপ্রয়োজনীয়। ধরা যাক, পৃথিবীর সবচেয়ে প্রতিভাবান এবং দক্ষ চিকিৎসক হচ্ছেন আপনার বন্ধু। এই চিকিৎসকের আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাছে জ্ঞাত যে কোন ধরনের অসুস্থতাকে নিরাময় করার ক্ষমতা আছে। আরো ধরা যাক যে এই সুদক্ষ চিকিৎসক আপনার পরিবারেই বসবাস করে এবং আপনার পরিবারে ছয় মাস বয়সী একটি শিশু আছে।

এখন যদি এই অসাধারণ চিকিৎসকের উপস্থিতির সময়েই শিশুটি ভয়ানক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আপনি তার কাছ থেকে কি আশা করবেন? শিশুর যদি শ্বাসকষ্ট হয়, আপনি আশা করবেন যে চিকিৎসক তার কৌশল ব্যবহার করে তাকে আরাম দেবে, নিরাময় করে তুলবে। আপনি নিশ্চয়ই আশা করবেন না যে সে শিশুটিকে সাহায্য করার আগে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে যে আপনি তার নিরাময় ক্ষমতায় বিশ্বাস করেন কিনা। আপনি নিশ্চয়ই আশা করেন না যে শিশুকে সাহায্য করার আগে আপনার তার প্রতি কতটুকু বিশ্বাস আছে তা প্রদর্শন করার জন্য। আপনি যেটা আশা করবেন সেটা হচ্ছে এই অতি-চিকিৎসক শিশুটির শ্বাসকষ্ট দেখে অতি দ্রুত ব্যবস্থা নেবে।

আরো মনে করুন যে, এই চিকিৎসকের পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেরই শিশুদের ক্যান্সার হওয়ার আগেই তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে। নিঃসন্দেহে, আপনি প্রত্যাশা করবেন যে, যদি তার এই ক্ষমতা থেকে থাকে এবং যদি সে আমাদের সংজ্ঞায়িত 'ভাল মানুষ' হয় তবে সে তার ক্ষমতা ব্যবহার করবে। কিন্তু যদি এই চিকিৎসকের ক্ষমতা থেকে থাকে এবং তিনি যদি এর প্রয়োগ করে থাকেন তবে আপনি আশা করবেন যে পৃথিবীতে শিশুদের ক্যান্সার বলে কিছু থাকার কথা নয়। যদি তার সত্যিই এই ক্ষমতা থেকে থাকে তবে তার কারো অনুরোধের জন্য বসে না থেকে শিশুদের দুর্ভোগ প্রতিরোধে ঝাপিয়ে পড়া উচিত। আমরা একজন ভালমানুষ হিসাবে সেটাই তার কাছ থেকে আশা করবো।

একইভাবে, একজন অসীম দয়ালু ঈশ্বরও চান না তার সৃষ্ট কোন বান্দা দুর্ভোগ পোহাক। একজন সর্বজ্ঞ ঈশ্বর আগেই জানতে পারবেন যে কে দুর্ভোগ পোহাতে যাচ্ছে এবং একজন সর্ব-শক্তিমান ঈশ্বর দুর্ভোগ ঘটার আগেই তা প্রতিরোধ করবেন। কাজেই, যদি অসীম দয়ালু, সবজান্তা ও সর্বশক্তিমান কোন ঈশ্বর থেকেই থাকেন তবে প্রার্থনার যে কোন প্রয়োজনই নেই তা বলা বাহুল্য, বিশেষ করে অসুস্থতা বা অন্য যে কোন দুর্ভোগের জন্যতো একেবারেই নেই।

অন্য ঈশ্বরেরা

যদি কেউ ক্রিশ্চিয়ান ঈশ্বর বা মুসলিমদের আল্লাহ-র কাছে আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করে থাকে এবং সেই ব্যক্তি যদি কোন কারণে আরোগ্য লাভও করে থাকে তা হলেও প্রমাণ হয় না যে এই আরোগ্য সেই ঈশ্বরের জন্য হয়েছে। সব ধর্মই দাবী করে থাকে যে প্রার্থনার ফল পাওয়া যায়। উদাহরনস্বরুপ, ভগবত গিতায় শ্রীকৃষ্ণ দাবী করেছেন যে, যে ঈশ্বরকেই পুজো দেওয়া হোক না কেন প্রার্থনায় সাড়া দেন কেবল কৃষ্ণই। কাজেই, কোন প্রার্থনা মঞ্জুর হলেও বৈজ্ঞানিকভাবে দেখানো সম্ভব হবে না যে সেটা কেবলমাত্র কোন নির্দিষ্ট ঈশ্বরের কারণেই সম্ভব হয়েছে।

অতিপ্রাকৃতিক অজ্ঞতা

এমনকি আমরা যদি কোন অসাধারণ নিরাময় ঘটতে দেখি (কাটা পা পুনরায় আপনা আপনি তৈরি হয়ে গেছে) তারপরও আমরা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হবো না যে এটা অতিপ্রাকৃতিক হস্তক্ষেপে ঘটেছে। কোন কিছু অতিপ্রাকৃত বলার অর্থ হচ্ছে সেটা প্রাকৃতিক নয়। কিন্তু কোন কিছু প্রাকৃতিক নয় বলতে গেলে একজনকে সত্যিকার অর্থেই সর্বজ্ঞ হতে হবে, কেননা এর অর্থ দাড়াচ্ছে যে, যে কোন একটি ঘটনার জন্য যে প্রাকৃতিক ফ্যাক্টরগুলো দায়ী হতে পারে তার সবগুলোকে আমরা জেনে গেছি এবং দাবী করছি যে সেই ফ্যাক্টরগুলোর কোনটাই ওই ঘটনার জন্য দায়ী নয়। কারোরই এ ধরনের সবজান্তা জ্ঞান নেই, কাজেই কারো পক্ষেই কোন বিষয়কে অ-প্রাকৃতিক বলারও কোন সুযোগ নেই। যে ঘটনার কারণ আমরা জানি না সেটাকে বড় জোর আমরা বলতে পারি অজ্ঞাত কারণ। অসীম সত্ত্বা বা ঈশ্বরকে খামোখা এর কৃতিত্ব দেওয়ার কোন মানে নেই।

ভক্তদের হৃদয় উজাড় করা প্রার্থনা আর আকুল হয়ে কান্নাকাটি সত্ত্বে দেখা যায় যে ঈশ্বর সব প্রার্থনায় সাড়া দেয় না। আরোগ্যের জন্য সর্বশক্তিমানের কাছে রাতদিন দোয়া দরুদ পড়ার পরেও দেখা গেছে যে সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে রোগী পটল তুলেছে। ঠিকমতো পড়াশোনা না করে মাজারে মাজারে বা মন্দিরে মন্দিরে ধর্ণা দিয়েও ফেল ঠেকাতে পারে না অনেক আদু ভাইয়েরা। আপাত দৃষ্টিতে কখনো কখনো মনে হয় যে প্রার্থনা বোধ হয় কাজ করছে। তবে বেশীরই ভাগ সময়েই যে তা কাজ করে না এটা নিশ্চিত। মানুষ যখন কোন পরিস্থিতিকে সামাল দিতে পারে না তখনি সে মূলত বাস্তবতা থেকে পালানোর শেষ চেষ্টা হিসাবে প্রার্থনার আশ্রয় নিয়ে থাকে। খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, আকাংখিত ইচ্ছাপূরনের যুক্তিসম্মত সম্ভাবনা যেখানে আছে সেখানেই শুধুমাত্র দাবী করা হয় যে, প্রার্থনা কাজ করে। আসলে হয়তো তা যুক্তিসংগত লৌকিকভাবেই ঘটেছে। অসম্ভব কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রার্থনা যে কাজ করে না তা বলাই বাহুল্য। এবং সে ধরনের কোন দাবী নিয়ে প্রার্থনার স্বপক্ষের লোকেরা এগিয়েও আসে না। কোন ব্যক্তির হাত বা পা যদি হাঙরের পেটে চলে যায় তবে কোন প্রার্থনাই আর সেই হাত বা পাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। কোন লোক যদি মারা যায় তবে পৃথিবীর কোন প্রার্থনাই আর তাকে ফিরিয়ে আনবে না। পুড়ে

ছাই হয়ে যাওয়া বাড়ীর কাঠামো আর ফিরে আসবে না কোন প্রার্থনাতেই। পারসিমনির নীতি (Principle of parsimony) বা অক্কামের ক্ষুর (Occam's Razor) যে কোন যৌক্তিক মননকেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেবে যে, এই বিশ্ব জগতে কোন কিছুর উপরেই প্রার্থনার কোন প্রভাব নেই। প্রার্থনা পুরোপুরি বাহুল্য ও অপ্রয়োজনীয়- কিছু লোকের জন্য একধরনের অলীক বিভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়।

তথ্যসূত্র:

1. Victor Stenger, God: The Failed Hypothesis. How Science Shows That God Does Not Exist, Prometheus Books (January 25, 2007) http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/Godless/03Soul.pdf

2. Larry Dossey, Healing Words: The Power of Prayer and the Practice of Medicine (San Francisco: Harper, 1993)

3. Jeffrey P. Bishop and Vector J. Strenger, "Retroactive Prayer: Lots of History, Not Much Mystery, and No Science, "*British Medical Journal* 329 (2004): 1444-46.

4. Tomothy Johnson, "Praying for Pregnancy: Study say prayer helps women get pregnant," ABC Television *Good Morning America* (October 4, 2001)

5. http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/Medicine/RetroPray.pdf

6. http://www.dimmaggio.org/Eye-Openers/prayer_does_not_work.htm

7. http://www.lava.net/~hcssc/prayer.html

ফরিদ আহমেদ, মুক্তমনার কো-মডারেটর, 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' গ্রন্থের লেখক। ইমেইল - farid300@gmail.com